

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যুদ্ধ শুরু ও না'এম দুর্গ জয় (فتح ناعم)

৮টি দুর্গের মধ্যে সেরা ছিল না'এম দুর্গ। যা ইহূদী বীর 'মারহাব' (مَرْحَب)_এর নেতৃত্বাধীন ছিল। যাকে এক হাযার বীরের সমকক্ষ বলা হ'ত। কৌশলগত দিক দিয়ে এটার স্থান ছিল সবার উপরে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) প্রথমেই এটাকে জয় করার দিকে মনোযোগ দেন।

त्रांटित (वला तात्र्लूझार (ছाঃ) वलालन, الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمُولُهُ وَمَا مَاهِ مَاهُ مَاعُ مَاهُ مَاهُمُ مَاهُ مَاهُ مَاهُمُ مَاعُمُ مَاهُمُعُمُّمُ مَاهُمُ مَاهُمُ مَاهُمُعُمُ مَاهُمُ مَ

অতঃপর আলী (রাঃ) সেনাদল নিয়ে 'না'এম' (اَعَرُا) দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন ও দুর্গবাসীদের প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইহুদীরা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের নেতা 'মারহাব' দর্পভরে কবিতা বলে এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানালো। মারহাবের দর্পিত আহবানে সাড়া দিয়ে পাল্টা কবিতা বলে 'আমের ইবনুল আকওয়া' ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তরবারি আকারে ছোট থাকায় তার আঘাত মারহাবের পায়ের গোছায় না লেগে উল্টা নিজের হাঁটুতে এসে লাগে। যাতে তিনি আহত হন ও পরে মৃত্যুবরণ করেন। নিজের আঘাতে শহীদ হওয়ায় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, তিনি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[2] এরপর মারহাব পুনরায় গর্বভরে কবিতা আওড়াতে থাকে ও মুসলিম বাহিনীর প্রতি দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানাতে থাকে। তখন সেনাপতি আলী (রাঃ) তার দর্প চূর্ণ করার জন্য নিজেই এগিয়ে গেলেন এবং গর্বভরে কবিতা বলে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে এক আঘাতেই শেষ করে দিলেন। এভাবে তাঁর হাতেই মূলতঃ না'এম দুর্গ জয় হয়ে গেল।



হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পঠিত উক্ত কবিতায় নিজের সম্পর্কে বলেন,

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ + كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِم بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

'আমি সেই ব্যক্তি আমার মা যার নাম রেখেছিলেন হায়দার (বাঘ)। তাই বনের বাঘের মত ভয়ংকর আমি'। 'আমি তাদেরকে অতি দ্রুত অধিক সংখ্যায় হত্যা করব'।[3] একারণে হযরত আলীকে 'আলী হায়দার' বলা হয়।

'মারহাব' নিহত হওয়ার পরে তার ভাই 'ইয়াসের' (يَاسِر) এগিয়ে আসে। সে যুবায়ের (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়। তারপর উভয়পক্ষে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। তাদের নেতৃস্থানীয় ইহূদীদের অনেকে নিহত হয়। ফলে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং না'এম দুর্গ বিজয় সমাপ্ত হয়।[4]

ফুটনোট

- [1]. বুখারী হা/৩৭০১, ৪২১০ 'ছাহাবীগণের ফাযায়েল' ও 'মাগাযী' অধ্যায় 'আলীর মর্যাদা' ও 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; ইবনু হিশাম ২/৩৩৪।
- [2]. বুখারী হা/৩৮৭৫, ৫৬৮২, ৬৩৮৩; মুসলিম হা/৩৩৮৩।
- [3]. মুসলিম হা/১৮০৭। 'সানদারাহ' একটি প্রশন্ত পরিমাপের নাম যা দিয়ে অধিক পরিমাণ বস্তু দ্রুত পরিমাপ করা যায় (মুসলিম, শরহ নববী)।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এদিন আলী (রাঃ) দুর্গের একটি দরজা উপড়ে ফেলে সেটাকে হাতের ঢাল বানিয়ে যুদ্ধ করেন। অবশেষে যখন আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন, তখন তিনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। রাবী আবু রাফে' বলেন, পরে আমরা আটজনে মিলেও সেটা নাড়াতে পারিনি (ইবনু হিশাম ২/৩৩৫; তারীখ ত্বাবারী ৩/১৩)। বর্ণনাটির সনদ মুনক্বাতি' বা 'ছিন্নসূত্র' (মা শা-'আ ১৮০ পৃঃ)। আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা প্রমাণের জন্য অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে। অতএব এরূপ যঈফ বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া আদৌ সমীচীন নয়।

[4]. ইবনু হিশাম ২/৩৩৪।

প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত যুবায়ের (রাঃ) যখন ময়দানে অবতরণ করেন, তখন তার মা রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু হযরত ছাফিয়া (রাঃ) বলে ওঠেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলে কি নিহত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ 'বরং আপনার ছেলে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে ইনশাআল্লাহ'। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা বাস্তবায়িত হয়' (ইবনু হিশাম ২/৩৩৪; যাদুল মা'আদ ৩/২৮৭; আর-রাহীক্ক ৩৭০ পৃঃ)। বক্তব্যটির সনদ 'যঈফ' (আর-রাহীক্ক, তা'লীক্ক ১৬৫ পৃঃ)।



👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন